খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 11 ❑ 29 May, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

এতিমখানায় তাণ্ডব ইঞ্জিনিয়ার দুষ্কৃতীর, জখম ৪

প্রতিনিধি ঃ বুধবার সন্ধ্যায় বনগাঁ শহরে একটি মাদ্রাসায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হুমায়ুন কবির নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় মাদ্রাসার দুই শিক্ষকসহ চারজন জখম হয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র সহ অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অভিভাবকেরা মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। মাদ্রাসার সম্পাদক ইব্রাহিম মন্ডল বলেন, ঘটনার পর অভিভাবক, ছাত্র সকলেই আতঙ্কিত। এই পরিস্থিতিতে পঠন-পাঠন চালানো সম্ভব নয়। তাই মাদ্রাসায় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কাছে নিরাপত্তার আবেদন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদ্রাসার সামনে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মাদ্রাসার নিরাপত্তা জোরদার করতে পদক্ষেপ করা হবে।

বুধবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বাসিন্দা হুমায়ুন কবির বনগাঁ শহরের একটি মাদ্রাসায় যান। মাদ্রাসার

পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তার পরনে ছিল জিন্স এবং লাল পাঞ্জাবি। মাদ্রাসায় গিয়ে নিজে নিজে নামাজ পড়েছে। নামাজ পড়া শেষে শিক্ষকদের কক্ষে প্রবেশ করে। মাদ্রাসা কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী মুর্তাজা বলেন, ওই ব্যক্তিকে আমরা চিনি না। আগে কখনো এলাকায় দেখিনি। শিক্ষক রুমে প্রবেশ করে সে কোরান রাখার জন্য ব্যাগ এবং কাপড় চায়। শিক্ষক তার নাম বাড়ি কোথায় জানতে চায়। এতেই উগ্র হয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঠেকাতে গিয়ে আরো দুজন জখম হয়েছেন। জখম চারজনকে প্রাথমিক ভাবে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার মধ্যে দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গফুর মন্ডল নামে একজনকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আরেকজন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গফুরের চোখে আঘাত লেগেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে নেমে তারা জানতে পেরেছে, বুধবার সকালে নিজের বাবা মাকে খুন করে ইঞ্জিনিয়ার পুত্র হুমায়ুন বনগাঁয় আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সে বাংলাদেশ সীমান্ত কোথায় জানতে চায়। এর থেকে পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনাও থাকতে পারে তার। কিন্তু কেন সে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মাদ্রাসার দিকে গেল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কেন সে বাবা-মাকে খুন করল? পুলিশের কাছে জানিয়েছে, বাবা-মা দোষ করেছিল বলে তাদের সে মেরে ফেলেছে। তবে কী দোষ করেছিল তা পুলিশের কাছে খোলসা করে বলেনি।

মাদ্রাসায় হামলা চালানোর পরেও হুমায়ুনের হম্বিতম্বি এখনো কমেনি। বুধবার রাতে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে তাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ওই সময় সে পুলিশ কর্মীদের মাথা দিয়ে গুতোও মারে। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে বর্ধমান মেমারি থানার পুলিশ বনগাঁ এসে হুমায়ুনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

বুধবার মাদ্রাসায় হামলার ঘটনার পর উন্মত্ত কিছু জনতা বনগাঁ থানায় হামলা চালায়। লকাপে থাকা হুমায়ুনকে তারা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা

তৃতীয় পাতায়...

বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতীয় বৌমার উপর অত্যাচারের অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ ফের বাগদার ভুতুড়ে ভোটার। বাংলাদেশের পাসপোর্টে এদেশে এসে ভারতীয় পরিচয় পত্র তৈরি করে বৌমার ওপর নির্যাতনের অভিযোগ বাংলাদেশের নাগরিক শ্বশুর শাশুড়ির বিরুদ্ধে। বাগদা থানার নলডুগারি এলাকার ঘটনা। ইতিমধ্যে গৃহবধূ নাজমুল নাহার তরফদার শ্বশুর শাশুড়ির ভারতীয় পরিচয় পত্র বাতিল ও তার উপর অত্যাচারের শাস্তির দাবিতে বাগদা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

গৃহবধূ জানান, তিনি রানাঘাটের ধানতলার বাসিন্দা। কয়েক বছর আগে নলডুগারির বাসিন্দা রেজানুর তরফদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার বাংলাদেশে বাড়ি ছিল। এরপর থেকে বাগদা থানার নলডুগারি এলাকাতেই থাকতে শুরু করে তারা। রেজানুর তরফদারের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের সারসা যশোরের বাসিন্দা শ্বশুর সহরাব হোসেন তরফদার ও শাশুড়ি রহিমা তরফদার বাংলাদেশী পাসপোর্টে বিভিন্ন সময় এদেশে এসে ছেলের বাড়ির জমি ছেড়ে চলে যাবার জন্য অত্যাচার চালায়। নির্যাতিতার অভিযোগ, শ্বশুর শাশুড়ি বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে এদেশের জাল পরিচয় পত্র তৈরি করে। ভোটার তালিকায় ওপারে রহিমা তরফদার নিজেকে এপারে বাগদা থানা এলাকার বাসিন্দা রূপা তরফদার পরিচয় দেয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত শ্বশুর বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এদেশের ভোটার তালিকায় তার নাম আছে।

গৃহবধূ বলেন, অতি দ্রুত ভারতীয় ভোটার তালিকা থেকে অভিযুক্ত শ্বশুর-শাশুড়ির নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি। এই ঘটনা সামনে আসতেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। অবিলম্বে জাল পরিচয়পত্র তৈরীর অভিযোগে শ্বশুর শাশুড়িকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে বিজেপি। এ বিষয়ে তৃণমূল সিন্দ্রানি অঞ্চল সভাপতি সৌমেন ঘোষ বলেন, দলের নির্দেশে আমরা ভুতুড়ে ভোটার খুঁজছি। অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে অবশ্যই প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের
জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

তৃণমূল বিধায়কের আইনজীবীকে খুনের হুমকি

প্রতিনিধি ঃ বাগদার বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরের আইনজীবীকে হুমকি দিয়ে ফোন আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার এই হুমকি ফোনের ঘটনায় বাগদা থানায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন আইনজীবী মুকুল বিশ্বাস। তিনি জানান, রবিবার দুপুরে বাগদার কিছু মানুষের সমস্যা দেখতে এলাকায় যান তিনি। থানাতেও যান। সেখান থেকে ফেরার পথেই একটি অচেনা নাম্বার থেকে ফোন করে তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। ফের তিনি বাগদা এলে খুন করে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হয়। এরপরেই তিনি বাগদা থানার দ্বারস্থ হন।

প্রসঙ্গত, মুকুল বিশ্বাস রাজ্যসভার সাংসদ তথা বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুরের আইনি উপদেষ্টা। সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের লিগাল সেলের প্রধান আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জামাই ষষ্ঠীর আগে বিপুল পরিমাণে কচ্ছপ উদ্ধার। ধৃত ভিন রাজ্যের বাসিন্দা সহ ৬

প্রতিনিধি ঃ জামাইষষ্ঠীর আগে বিপুল পরিমাণে কচ্ছপ উদ্ধার বনগাঁয়। বেআইনি কচ্ছপ বিক্রির অভিযোগে মহিলা সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে বন বিভাগের আধিকারিকরা। তার মধ্যে দুজন উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা রয়েছে।

জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে সূত্রে খবর পেয়ে বনগাঁ ঢাকাপাড়ার ব্যবসায়ী নিতাই কুন্ডুর বাড়িতে হানা দেয় বন দফতরের আধিকারিকেরা। পরে বনগাঁ সুভাষপল্লী এলাকার আরও একটি বাড়িতে হানা দিয়ে মোট ২ কুইন্টাল কচ্ছপ উদ্ধার করে। যার মধ্যে ৩৫টি জীবিত ও ৮ টি মৃত কচ্ছপ। কচ্ছপ পাচার ও বিক্রির অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের ২জন ও নিতাই কুণ্ডুর স্ত্রীকে আটক করে জেরা করে। তারা জানতে পারে, জামাই ষষ্ঠীর আগে এগুলো উত্তর প্রদেশ থেকে আনা হয়েছিল।

এরপরই ধৃতদের বনগাঁ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজন নাবালক হওয়ায় তাদেরকে সল্টলেকের জুভেনাইল আদালতে পাঠানো হয়েছে।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১১ ❐ ২৯ মে, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

আজকের গর্ব কিছুটা লজ্জার!

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে বড় খবর হল বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান 'চতুর্থ'। জাপানকে পিছনে ফেলে ভারতের এই উত্থান। দেশের উত্থানে ভারতীয় হিসাবে প্রত্যেক নাগরিক গর্বিত। এটা সত্যিই গর্বের বিষয়; জাতি হিসাবে প্রত্যেক ভারতীয়ের এটি অহংকার। কিন্তু কথা হল— সাধারণ নাগরিক তথা আমজনতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে? নাগরিক সভ্যতার মূল ভিত যে শ্রমিক শ্রেণী; যাদের শ্রমের ফলেই গড়ে ওঠে নগর সভ্যতা, তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে? আরও বড়ো কথা হল— সমাজের যে শ্রেণী সমাজের সমগ্র জাতির মুখে খাবার তুলে দেয়, সেই কৃষক শ্রেণীর অর্থনীতি কতটা মজবুত? নাকি চিরাচরিত প্রথার মত আজও আর্থিক মজবুতি একটা শ্রেণীর কাছেই সীমাবদ্ধ? এ তো গেল সমাজের দুটি শ্রেণীর কথা। আজকের ভারতবর্ষে এমন শ্রেণী অনেক আছে, যারা আর্থিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। দু-একটা বলতে গেলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নিয়োজিত আংশিক সময়ের, চুক্তি ভিত্তিক কর্মী; পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তিমূলক বিভাগে নিযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পশ্চিমবঙ্গের সিভিক ভলেন্টিয়ার, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আংশিক সময়ের বা চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক। সামগ্রিকভাবে এরা প্রত্যেকেই আর্থিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। সমাজের এই শ্রেণী এখনও দিন আনা দিন খাওয়ার মত কালাতিপাত করে। এখনও চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কত চাষী, কত মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আজকের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে সত্যিই এটা লজ্জার। কবে নিবারণ হবে এই লজ্জা; কবে সুস্থ ভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারবে সমাজের এই সমস্ত মানুষ? যে দিন সাবলীল জীবন পাবে সমাজের এই সমস্ত মানুষ, সেদিনই ভারতের আজকের অহংকার হবে সকলের আনন্দের।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

যেমন কোনও সরকারি সংস্থা যদি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের জন্য কোনও সুযোগ সীমিত করে দেয়, তবে ভুক্তভোগী হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের অধীনে আদালতে এই যুক্তিতে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে যে,এটি বৈষম্যমূলক এবং ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ওই দেশের একটি বহু আলোচিত মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে। মামলাটি হয় ১৯৮৩ সালে। মামলাটি "ম্যান্ডলা বনাম ডোয়েল লি" মামলা নামে পরিচিত।

বার্মিংহামে এক জন শিখ ছেলেকে প্রধান শিক্ষক স্কুলে প্রবেশ করতে না দেওয়ার কারণে ঘটনাটির সূত্রপাত হয়।

গুরিন্দর সিং মান্ডলা নামে এক শিখ ছেলে বার্মিংহামের পার্ক গ্রোভ নামে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তির অনুমতি পায়নি। ওই স্কুলটির নিয়মানুসারে স্কুলে পাগড়ি পরা নিষিদ্ধ ছিল। ছেলেটির বাবা তার ছেলের পাগড়ি পরা বন্ধ করা এবং চুল কেটে ফেলায় অসম্মতি জানিয়েছিলেন। গুরিন্দরও পাগড়ি (যা শিখ ধর্মীয় অনুশীলনের অংশ) পরেই স্কুলে যেতে চেয়েছিল, পাগড়ি ব্যতীত স্কুলে যেতে অস্বীকার করেছিল। পরে গুরিন্দর অন্য স্কুলে ভর্তি হয়, কিন্তু তার বাবা জাতিগত সমতা কমিশন (CRE) এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেন এবং মামলাটিও দায়ের করেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এটি তার জাতিগত ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার অর্থ জাতিগত বৈষম্য তৈরি করা। সেই সময়কার হাউস অফ লর্ডস (বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট) মান্ডলার পক্ষে রায় দিয়ে বলেছিলেন যে, শিখরা একটি জাতিগত গোষ্ঠী যা ১৯৭৬ সালের জাতি সম্পর্ক আইনের অধীনে সুরক্ষিত। পাগড়ি নিষিদ্ধ করা ওই জাতির প্রতি পরোক্ষভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা। এই রায় UDHR, ২নং অনুচ্ছেদের সাথে সংযোগ রক্ষা করেছিল, যা ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল এবং ধর্ম বা জাতিগততার ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য না করা নিশ্চিত করেছিল। গ্রেট ব্রিটেনের কোনো একক লিখিত সংবিধান না থাকলেও ইতালির একটি লিখিত সংবিধান আছে (ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান)। সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই অনুচ্ছেদের মূল বিষয়গুলি হল: সকল নাগরিকের সমান অধিকার:ইতালির সংবিধান অনুসারে, জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান, বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। কোনও নাগরিককে তার জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোনও ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে দেওয়া যাবে না। অনুচ্ছেদটি আরও নিশ্চিত করে যে, কোনও বিশেষ সুবিধা বা অধিকার কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ করা যাবে না, বরং সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এই অনুচ্ছেদটি ইতালীয় গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা নাগরিকদের মধ্যে সমতা এবং বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় : যদি কোনও ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে, তবে তার জাতি বা সামাজিক অবস্থান

চলবে...

নিবন্ধ

নামানুষী বহুরূপী

অজয় মজুমদার

আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের গিরগিটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়, প্রাপ্তবয়স্কটি মেলেরি সাধারণত ৩০ থেকে ৬১ সে.মি (১২ থেকে ২৪ ইঞ্চি) মোট দৈর্ঘ্য ৭৬ সে.মি ওজন ৬০০গ্রাম পর্যন্ত । মহিলারা সাধারণত পুরুষদের থেকে ছোট। মাথাটি তুলনামূলক ভাবে ছোট। রঙ- চামড়ার রং বাদামী, গাঢ় সবুজ, হলুদ এমন কি কালো রং হয়।

প্রাণীটির মৌলিক রং হলো- সাদা ডোরা সহ একটি গভীর বন সবুজ। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই রং পরিবর্তন করতে পারে। সূর্যের আলোর দিকে তাদের শরীরের পাশ গাঢ় সবুজ বা কালো হয়ে যেতে পারে। বাকি প্রাণীরা অনেক হালকা থাকে।

মেলারের গিরগিটি স্ট্রেসের সাথে যুক্ত রং এর নিদর্শন রয়েছে। হালকা উত্তেজনা বা চাপ সরীসৃপের স্বাভাবিক রং এর উপর গাঢ় দাগ দ্বারা নির্দেশিত হয়। গিরগিটি আরও বিচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গাঢ় সবুজ দাগগুলি কালো দাগে পরিণত হয়। গুরুতর চাপ প্রাণীটিকে প্রথমে কাঠ কয়লা ধূসর করে দেয়। তারপরে হলুদ ফিকে দিয়ে শোভিত খাটি সাদা। অসুস্থ মেলারের বাদামী ধূসর, গোলাপী বা সাদা রঙের হতে পারে। একটি গ্রাভিট প্রাণী কালো ক্রিম এবং ধূসর বর্ণের এবং সাদা দিয়ে ফুলে উঠবে।টি. ম্যালরি জীভ ২০" ইঞ্চি(৫১ সিএম) দূরে শিকার পৌঁছাতে পারে।

চারটি গিরগিটি বংশ বর্ণনা বিজ্ঞানীরা করেছেন। ব্র্যান্ডিপোভিয়ান, ব্রুকেসিরা, চ্যামেলিও, রমকোলিয়ন দুটি অতিরিক্ত জেনাস (calumma GesFurcifer) কিছু গবেষক দ্বারা স্বীকৃত। ১৫০টি বেশি প্রজাতি বর্তমানে পরিচিত এবং অতিরিক্ত প্রজাতির নামকরণ বাকি রয়েছে। প্রায় অর্ধেক প্রজাতি শুধুমাত্র মাদাগাস্কারে দেখা যায়। একটি দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় স্থানীয়(chamaeleo Zeylanicus) এবং অন্যটি ইউরোপীয় স্পেন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

সবচেয়ে পরিচিত গিরগিটিগুলি চামেলীয় গোত্রের অন্তর্গত এবং এগুলির ফ্রি এন ফিল লেজ রয়েছে যা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অঙ্গগুলির চারপাশে কুন্ডলীর মতো ফ্যাশ মোড়ানো কিছু প্রজাতির মাথায় সুস্পষ্ট অলংকরণ রয়েছে যার মধ্যে তিনটি লম্বা শিং সামনের দিকে প্রকৃত হতে পারে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য গুলি হয় একচেটিয়া বা পুরুষদের মধ্যে উন্নত অন্তত কিছু বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত একজন প্রতিরক্ষা একজন প্রতিরক্ষাকারি মানুষ আক্রমণ করলে শরীর প্রসারিত করে গলা ফুলিয়ে বিশেষ করে মাথার ক্লাব উচু করে বা নাড়িয়ে দেয়, যদি এই ডিসপ্লে অনুপ্রবেশকারীদের ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়, ডিফেন্ডার তার চুয়ালকে চার্জ করে এবং স্ন্যাপ করে। লিঙ্গের মধ্যে চেহারার পার্থক্য যৌন নির্বাচন নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ার ফলে হয় সেখানে চরম অলংকরণের সাথে পৃথক-পুরুষদের প্রজনন সাফল্য বেশি হয়, তারা সেই দিনগুলিকে পাশ করে যা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তি তৈরি করে। অলংকরণে অভাব থাকা ব্যক্তিদের তুলনায় দ্রুত হয়। রং বদলানো সাপের মধ্যে বিখ্যাত সবুজ এনাকোন্ডা ৩০ ফুট লম্ব উপকূল রেখা থেকে অনেক দূরে তারা জন্ম দেয়। এরা নিজেদের রং পরিবেশ অনুযায়ী বদলায়।

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

সুফল- রেখার সেই কুআবস্থানের কথা প্রথমে ঘোষেদের কাছে রসাল ব্যাপার হয়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। তারপর বাতাসের ফিসফাস কথা হয়ে, প্রথমে আমাদের স্কুলের বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে, পাড়ায় পাড়ায়, বেশ কিছুদিন ভেসে বেড়াল। এখন আর ভেসে বেড়াবার জায়গায় নেই। এ পাড়া ও পাড়ার অভিভাবকরা সবাই জানতে পেরেছে। বিশ্বাস পাড়ার রেখার বাবা কাকারা রেগে টং। বড় সাহস হয়েছে সুফলের! দেখাচ্ছি মজা। রেখাকেও খানিকটা কথা শুনতে হলো প্রতিবেশীদের কাছে।

মাঠ পাড়ার বিশ্বাসদের কাছে, পিতৃহীন সুফল বিশ্বাস বিয়ের পাত্র হিসেবে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। চালচুলো বিশেষ কিছু নেই। মাটির বাড়ির উপরে খড়ের চালে ছাওয়া। সে চালের খড়গুলো আর কতদিন টিকবে বলা যায় না। সুফল বিশ্বাসের বাবা খেতমজুরির কাজই বেশি করত। নিজের ভিটে বাড়ির দশ কাঠা মতো জায়গায় কিছু সবজি ফসল ফলাতো। তা বাড়ির কাজেও লাগতো, আবার হাটেও যেত। বংশ মর্যাদায়ও মাঠপাড়ার বিশ্বাসদের ধারে কাছে যায় না। সম্পন্ন চাষী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। বংশও অনেক বড়। লাঠির জোরও আছে। এইটাই হয়েছে গ্রামের পক্ষে সমস্যার ব্যাপার। ধূমায়িত আক্রোশ, রাস্তাঘাটে কটু কথা উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হতে থাকল। এর ফলও খানিকটা উল্টো হল। এ পাড়ার বিশ্বাসরা আর মন্ডলরাও এক হয়ে প্রতিবাদ করা ধরল। এ পাড়ার বিশ্বাস আর মন্ডলরা ভাবল, মাধবপুর গ্রামে এসব কিছু বাড়তে দেওয়া যাবে না। ওরা শেষ পর্যন্ত উভয় দিক সামাল দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে বলে দিল, 'এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কোন কথা হবে না। এসব অল্প বয়সের কাজ। একেটি প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সুফলকে সংযত হতে হবে। রেখাকে আর স্কুলে না পাঠানোই ভালো। মাঠপাড়ার বিশ্বাসদের কাছে প্রস্তাবটা ভালো লেগেছিল। রেখার বাবা হরিরাম বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেছিল। হরিরাম বাবু রাজি হয়েছিল সুফলকে সংযত করার চেষ্টা করবে।

ঘোষেরা বলল, "আমদের কিছু না হলেও, কী করে ওই ছেলে এতগুলো পাড়া টোপকে এখানে আসল। আমাদের মেয়েদের নষ্ট হতে দেবনা। মিটিং হবে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। গ্রামের মধ্যে কোনও নষ্টামি চলবে না। ঘোষেদের কথায় প্রথম সায় দিল মুসলমান পাড়ার মৌলানা খালেক বিশ্বাস। উনি বললেন হক কথা। গ্রামের মধ্যে ব্যাপার অত সহজে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। গ্রামের ভালো মন্দ গ্রামের সব মানুষের উপরে বর্তায়। সালিশি সভা বসাতে হবে। তাতে যা ফয়সালা হবে, সেটাই সবার পক্ষকে মেনে চলতে হবে।

শুনেছিলাম সেসব ঝামেলা একদিন মিটে গিয়েছিল। আমরা ছোটরা কেউ বুঝতে পারিনি। বড়দের মধ্যে আলোচনা করেই, সমস্ত বিষয় মিটিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সালিশি সভা ডেকে কেচ্ছা কেলেঙ্কারি আর ছড়াতে দেওয়া হয়নি। হরিরাম বাবুর কথাই মেনে নেওয়া হয়েছিল। একদিন রেখার বিয়ে হয়ে গেল অন্য লোকের সঙ্গে।

আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসল গ্রামে। সবই ভালোভাবে চলছিল, হঠাৎ আজকে সকালবেলা বেশ খানিকটা দূরে, সম্মিলিত প্রবল আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। আমি তো ছুটে যেতে পারি না। শব্দটা আসছিল পশ্চিম দিকের থেকে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, দিদি জামাইবাবু কেউ নেই। ঝুনু একা জামাইবাবুর ঘরে শুয়ে আছে। আমার যাওয়া উচিত কি উচিত না, এটা খানিকটা চিন্তা করে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম ঝুনুর পাশেই বসি। নানা রকম চিন্তা মাথায় আসছে। মানুষের সমস্বরে আর্তচিৎকারের কারণ কী হতে পারে! প্রথমে প্রথমেই মনে আসলো মৃত্যুর কথা। পরিবারের একজনের মৃত্যুই হচ্ছে সমস্বরে কান্নাকাটি করার সময়। আবার এইও হতে পারে, কোনও সময় পরিবার সমেত সমস্ত মানুষের বিপদ ঘনিয়ে আসলেই কান্নাকাটি শুরু হয়। আবার এও হতে পারে পাড়ার কোনও কোনও মানুষ একসাথে কোনো বিপদে পড়লে এরকম সমস্বরে চিৎকার হয়। এখানে কোনটা হতে পারে? এ কথা দিদিরা না আসলে বা আমি সেখানে না গেলে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমিও উল্টোপাল্টা চিন্তা বন্ধ করে, হাতে খানিকটা কোলগেট গুঁড়ো মাজন ঢেলে নিলাম। দাঁত মাজতে মাজতে বারান্দায় পাইচারি করতে লাগলাম। দেখতে পেলাম সামনের রাস্তা দিয়ে একজন মোড়ল গোছের মানুষ কী সব আলোচনা করতে করতে যাচ্ছে। একজনকে বলতে শুনলাম, "আচ্ছা দাদা, এ কেসে পোস্টমর্টেম হবে?'

চলবে...

সার্থক মহকুমা তথ্যের নজরুল জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বনগ্রাম মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গত ২৬ মে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বনগাঁ পৌরসভার

সহযোগিতায় নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন করে আয়োজিত নজরুল বন্দনার সূচনা করেন মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিব্রত বিশ্বাস, ছিলেন বনগাঁর সংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপ্রধান গোপল শেঠ সহ পৌরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর, ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক মলয় গোস্বামী, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ও ক্রীড়া ও সংস্কৃতিপ্রেমী সঞ্জিত মিত্র প্রমুখ। মহকুমা তথ্য দপ্তরের আধিকারিক গোপাল সাহা সকলকে স্বাগত জানান। দপ্তরের কর্মীরা সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও ফুল গাছের চারা প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নজরুলের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। দপ্তরের লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পী গাইঘাটা রামপুরের রক্তিম রায়ের ভাবনায় নজরুল সাজে দিবাকর বিশ্বাস উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে।

উপস্থিত সকলের সমবেত কণ্ঠে বাংলার মাটি, বাংলার জল..... রাজ্য সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে নজরুল স্মরণে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতেই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রীপর্ণা মিত্রের কণ্ঠে নজরুল সংগীত সমবেত সকলকে মুগ্ধ করে। সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে বিদ্রোহী কবি নজরুলকে শ্রদ্ধা জানান বনগাঁর যুব-সংস্কৃতি মনন এর শিল্পীরা, ছোট্ট অয়ন প্রভার কণ্ঠে লিচু চোর কবিতা এবং কবিতাঙ্গন এর সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে বিদ্রোহী কবির বিখ্যাত কবিতা কামাল পাশা আবৃত্তির অনুষ্ঠান শোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। ঘুঙরু ও নৃত্যশ্রী ড্যান্স একাডেমীর নৃত্যশিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান, জয়িতা বণিক ও ভজন পোদ্দারের নজরুল সংগীত শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। বনগাঁ হাই স্কুলের ছাত্র আরণ্যক নিয়োগী পরিবেশিত বিদ্রোহী কবির সাম্যবাদী কবিতা আবৃত্তি এবং কুমুদিনী বালিকার ছাত্রীদের গাওয়া সংগীত এবং কবি নজরুলের বিভিন্ন কবিতার আবৃত্তি কোলাজ সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় সঞ্চালিকা সোমা সরকারের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। সব কিছু মিলিয়ে নজরুল স্মরণে নানা অনুষ্ঠান ও হলভর্তি সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে এদিনের মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত ১২৬ তম নজরুল জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ছবিটি তুলেছেন রাহুল দেবনাথ

গৌরবোজ্জ্বল সংঘের রক্তদান, কৃতি সংবর্ধনা

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও চাঁদপাড়ার অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল সংঘ বাৎসরিক সম্প্রতী উৎসব উপলক্ষ্যে রক্তদান ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে। গত ২৮ মে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দা ষাটোর্ধ শিশির চক্রবর্তী এদিন তাঁর জীবনের ৬৬তম রক্তদান করেন। সকলে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

উৎসব প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন ও ফিতে কেটে ১০ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন করেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক দাস ও সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস। ছিলেন গাইঘাটা থানার ও সি রাখহরি ঘোষ, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, পঞ্চায়েত উপ-প্রধান বৈশাখী বর সহ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য ও গুনীজন। উদ্যোক্তরা সকলকে পুষ্পস্তবক, ব্যাজ ও উত্তরীয় প্রদানে বরণ করে নেন।

এদিন সংঘের পক্ষ থেকে এলেকার চারটে স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানাধিকারী প্রথম তিন জনকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে গৌরবোজ্জ্বল সংঘের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সংঘের সম্পাদক ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সাহা জানান, আয়োজিত উৎসবে ছোটদের বসে আঁকো ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীর সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে এলেকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠছে।

চৌরঙ্গী ও কলরব এর রবীন্দ্র- নজরুল বন্দনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী চৌরঙ্গী ক্লাব ও কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি

নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান।

চাঁদপাড়া বাজারের চৌরঙ্গীতে গত ২৮ মে সন্ধ্যায় মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন ও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ এবং সংস্থার একঝাঁক সংগীত শিল্পীর সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো ..... সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বর্ষিয়ান মিনতী রায়, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্‌চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, জেলা পরিষদ সদস্য শিপ্রা বিশ্বাস, অভিজিৎ বিশ্বাস, সংস্কৃতিপ্রেমী সুভাষ রায়, শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের স্মরণ এবং সেই সঙ্গে বাংলা ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এ ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজনের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে ছোট বড় কুশীলবগণের কণ্ঠে কবিদ্বয়ের সংগীত, আবৃত্তি, গানের সাথে নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং কলরব এর কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুণ্ডুর নির্দেশনায় রবিঠাকুরের গল্প অবলম্বনে সংস্থার সদস্যগণ পরিবেশিত পণপ্রথা বিরোধী নাটক দেনাপাওনা সমবেত দর্শক ও শোত্রীমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। নানা অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতিপ্রেমী বহু দর্শক সমাগমে জ্যোতি সাঁতরার সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ইফকোর কৃষি ও শস্য বিষয়ক আলোচনা সভা

সংবাদদাতা ঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিঃ এর উদ্যোগে গত ২৩ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়-২ ব্লকের পাকাপোন গ্রামে কৃষি ও শস্য বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের আয়োজিত কৃষি আলোচনা চক্রে ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের ১৪৫ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এদিনের কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় ইফকোর কলকাতা শাখার কৃষি প্রবন্ধক অজিত ভট্টাচার্য্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইফকোর জেলা ক্ষেত্র প্রবন্ধক রীতেশ ঝা। কৃষি বিশেষজ্ঞ অজিতবাবু ও ক্ষেত্র প্রবন্ধক মিঃ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি'র গুনাগুণ এবং এই তরল সার জমি ও কৃষিতে ব্যবহারের সুফল ও প্রয়োগ পদ্ধতি সমবেত কৃষকদের সামনে সবিস্তারে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ইফকোর অন্যতম সাগরিকা বায়োফার্টিলাইজার ও ন্যাচারাল পটাশ ইত্যাদি সার ছাড়াও জমিতে বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগের বিষয়টিও ব্যক্ত করেন।

ঠাকুরনগর কলাভূমি'র রবীন্দ্র প্রনাম

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও মর্যাদা সহকারের জয়ন্তী উদযাপন করেন ঠাকুরনগরের অন্যতম নৃত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলাভূমির সদস্য-সদস্যগণ। গত ২৫ মে সন্ধ্যায় ঠাকুরনগর ষ্টেশন পার্শ্বস্থ খেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত কবি প্রণামের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্‌চি, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রবীণ সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগন তাঁদের বক্তব্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য কর্মের উপর আলোকপাত করেন এবং সেই সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা ও সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে কলাভূমি তথা প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিক এর উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

কবিগুরুর 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...' সংগীতের সাথে সংস্থার এক ঝাঁক নৃত্য শিল্পীর সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি বন্দনা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। 'আয় তবে সহচরী' সংগীতের সাথে সংস্থার কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান এবং 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' সংগীতের সাথে বড়দের নৃত্য শৈলী উপস্থিত দর্শক সাধারনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। নৃত্য ছাড়াও ছিল রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, সংগীতের অনুষ্ঠান। সবশেষে পরিবেশিত হয় কবিগুরুর বীরপুরুষ কবিতা অবলম্বেনে ছোটদের নাট্যানুষ্ঠান। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং কথায় ছোটদের নাট্যনুষ্ঠান সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং কথায়-কবিতায় ঠাকুরনগর কলাভূমি আয়োজিত এদিনের কবি প্রণামের অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি প্রেমী সোমনাথ মণ্ডল, মৌলি সরকার ও বিশিষ্ট শিক্ষক ও বাচিক শিল্পী বাবুলাল সরকারের সুচারু সঞ্চালনায় কলভূমি আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

নাবিকের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

সংবাদদাতা ঃ গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যমের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা উদযাপন। গত ২৪ শে মে- ২০২৫ গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম পালন করলো রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। এই বছর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো গোবরডাঙ্গা বোধন সেবা কেন্দ্রের শ্রী রামকৃষ্ণ কক্ষে। অনুষ্ঠানের সূচনাতে বোধন সেবা কেন্দ্রের কর্ণধার শ্রী পবিত্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মাল্য দান করেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সারদা দেবীর ছবিতে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্য দান করেন গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যমের সম্পাদক শ্রী অনিল কুমার মুখার্জি মহাশয়। মাল্য দানের পর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আকৃতি, তারপর গোবরডাঙ্গার বিভিন্ন সংগঠনের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ ও শিল্পীরা নৃত্য,আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান মাননীয় শ্রী সুভাষ দত্ত মহাশয় এবং আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মাননীয় শ্রী বাসুদেব কুণ্ডু মহাশয়, এছাড়াও এলাকার বিভিন্ন সমাজসেবী, সাংবাদিক, কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। নাবিক নাট্যমের এই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। দর্শকের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় দেড়শ জন দর্শক শ্রোতার উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানটিকে সফল ও সার্থক করে তোলে এবং সবশেষে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এতিমখানায় তাণ্ডব

প্রথমপাতার পর...

পেয়ে থানা ভাঙচুর করে তারা। পুলিশ কর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনায় তিনজন পুলিশ কর্মী জখম হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্র ভঙ্গ করে। ওই ঘটনায় পুলিশ দশজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের এদিনই বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত হুমায়ুনকে রোহিঙ্গাদের সমস্যার কথা বলতে শোনা গিয়েছে। বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকতে পারে তার।

নবদিশা'র শিবিরে রক্ত দিলেন ৭৬ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। তাই রক্তদান মহৎ দান, রক্তদান জীবন দান। এই আদর্শকে সামনে রেখে বিগত বছরগুলির মতো এবারও

এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চাঁদপাড়া অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নবদিশা ডেভলেপমেন্ট সোসাইটির সদস্যগণ।

গত ২৫ মে চাঁদপাড়া বাস স্ট্যাণ্ড চত্বরে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী ও জননেতা কপিল ঘোষ, সমীর হাজরা (বাপী), ভবেশ দত্ত, মনতোষ সাহা, চন্দ্রকান্ত দাস ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শতদল দেব প্রমুখ। সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট কাটাতে নবদিশার সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

উদ্যোক্তারা এদিন এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দুস্থপরিবারের কতিপয় শিক্ষার্থীর হাতে খাবার ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিন গাইঘাটার রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রাণপুরুষ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথ আশ্রমের আবাসিক ছাত্রদের নিয়ে আসেন। নবদিশার পক্ষ থেকে শিক্ষক শ্রীনাথকে স্বাগত জানানো হয়। উদ্যোক্তারা পড়ুয়াদের হাতেও শিক্ষকা উপকরণ তুলে দেন। আশ্রমের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন।

এদিনের রক্তদান শিবিরে কলকাতার ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের চিকিৎসক ও স্বস্থ্যকর্মীগণ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্তসংগ্রহ করেন। উৎসাহী রক্তদাতা পুরুষ ও মহিলাদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রক্ত দান করতে দেখা যায়। সংস্থার অন্যতম সদস্য শিক্ষক নারায়ণ পোদ্দার জানান, এদিন ৭৬ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। নবদিশা সোসাইটির সকল সদস্যগণের আন্তরিক প্রয়াসে এবং শিক্ষক শ্রী পোদ্দারের সুচারু সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান সহ এদিনের কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে।

নতুন সভাপতিকে সংবর্ধনা পার্শ্বশিক্ষক সমিতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ দলনেতা বিশ্বজিৎ দাস পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সভাপতি হওয়ায় তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন দলের অনুগামী পার্শ্বশিক্ষক সমিতির জেলা নেতৃত্ব। সম্প্রতি সংগঠনের জেলা সভাপতি নাজিমুদ্দিন মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ সুকুমার দেবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দলের নবগঠিক বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার মনোনীত সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে পুষ্পস্তবক প্রদানে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এদিনের কর্মসূচীতে সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বাগদা বিধানসভা কমিটির শৈলেন সাঁতরা রাজা রামমোহন সরদার প্রমুখ।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভঙ্কর মণ্ডল জানান, এদিন তাঁরা বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা প্রবীণ তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে পার্শ্বশিক্ষকদের নতুন বেতন কাঠামো তৈরী করে বেতন বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা দাবিপত্র দলনেতা গোপাল শেঠের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

গোপালবাবু জানান, পার্শ্বশিক্ষক সমিতির জেলা কমিটি প্রদত্ত এই দাবিপত্র তিনি অনতিবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন।

নজরুল জয়ন্তীতে প্রকাশিত হল কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকা

সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে দত্তপুকুরের কবি তীর্থ সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী। কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়া হলে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার তুষার মুখোপাধ্যায়, ড. সীমা রায়, পার্থ মণ্ডল, দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ। কবিতীর্থের কর্ণধার প্রখ্যাত কবি বরুণ হালদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যরা ব্যাজ, উত্তরীয় ও প্রস্ফুটিত গোলাপে সকলকে বরণ করে নেন। উপস্থিত সকলে কবি নজরুল এর

প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষে কবি তীর্থের প্রাণপুরুষ কবি বরুণ হালদার সম্পাদিত কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকার নজরুল সংখ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সভাপতি নীলাচল চট্টরাজ এর স্বাগত ভাষনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সর্ব মোট ১১৫ জন কবি সাহিত্যিকের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

এদিনের পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কবি ও সংগীতকার নজরুল ইসলামকে নিয়ে কবি বরুণ হালদার রচিত সংগীত ও গীতি আলেখ্য। গীতি আলেখ্যটি পরিবেশন করেন পত্রিকাটির প্রকাশক বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ইতি হালদার, পরিবেশনায় ছিলেন সহ সম্পাদিক অনিন্দিতা দত্ত রায়, সহ-সভাপতি দীপক জয়ধর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও লেখা পাঠ করেন। পরিশেষে পত্রিকা সম্পাদক বরুণ হালদারের সমাপ্তি ভাষণ ও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। নানা অনুষ্ঠান ও বহু কবি সাহিত্যিকের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে কবি তীর্থ আয়োজিত এদিনের নজরুল বন্দনা ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক গোবরডাঙ্গা গীতবীথির কবিবন্দনার অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২৫ মে অপরাহ্ন ঠিক ৪টায় গোবরডাঙ্গার গীতবীথি অঙ্গনে মঙ্গ লদ্বীপ প্রজ্জ্বলন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে শুরু হল গীতবীথি আয়োজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান।

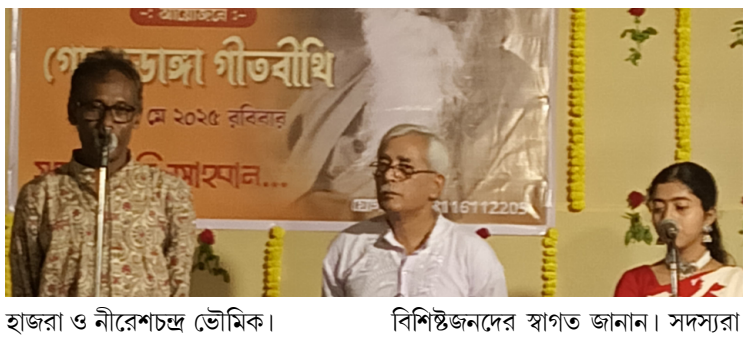

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী, পলাশ মণ্ডল এবং সংস্কৃতি প্রেমী সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা ও নীরেশচন্দ্র ভৌমিক।

গীতবীথির প্রাণপুরুষ প্রখ্যাত সংগীত প্রশিক্ষক মিহিরলাল চক্রবর্তী সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। সদস্যরা সকলকে পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগে পুলিশের জালে দুই নাবালক সহ ৬

প্রতিনিধি ঃ বেআইনিভাবে এসে ফের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগে পুলিশের জালে ছয় বাংলাদেশি। যাদের মধ্যে দুইজন নাবালক। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম শিমুল শেখ, তাজিনুর শেখ, নাজমা শেখ,সুলতানা শেখ, রমজান শেখ ও ইউসুফ শেখ। এরা সকলেই বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাসিন্দা। বর্তমানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ধরপাকড় চলছে, সেই ভয়ে তারা পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্য বনগাঁতে এসেছিল।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**